

৭৮৬  
৯২

# নামাজের নিয়াত নামা



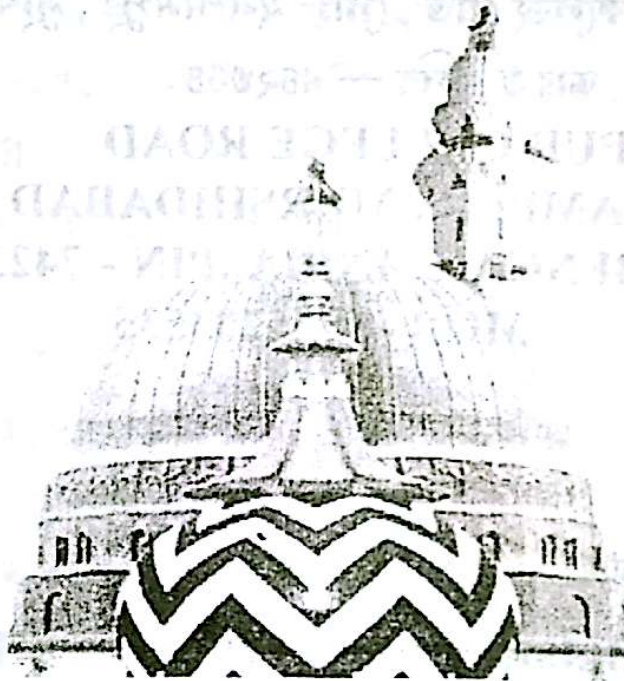
মুফতীয়ে আ'যামে বাঙ্গাল শায়েখ  
গোলাম ছামদানী রেজবী  
pdf By Syed Mostafa Sakib





# নামাজে নিযাত নামা

*pdf By Syed Mostafa Sakib*



মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ  
গোলাম ছামদানী রেজবী  
ইসলামপুর কলেজ রোড, ইসলামপুর  
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, ফোন- ৯২৩২৭০৪৩৩৮



# **NAMAJER NIYAT NAMA(BENGALI)**

**Writer : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi**

Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304 .

E-mail- rezadarulifta92@gmail.com

প্রবণশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

**REZA DARULIFTA SOCIETY**

পরিবেশনায়

রেজবী খাযানা (REZVI KHAZANA)

তফসির বিদ্যাস — মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দিন রেজবী

**COMPOSITOR - IMRAN UDDIN REZVI**

E-mail- imranuddinrezvi@gmail.com

ইসলামপুর কলেজ রোড , পোস্ট- ইসলামপুর , মুর্শিদাবাদ ,

পশ্চিমবঙ্গ , ভারত , পিন — ৭৪২৩০৪,

**ISLAMPUR COLLEGE ROAD**

**P.O. ISLAMPUR . MURSHIDABAD .**

**WEST BENGAL . INDIA .PIN - 742304**

**MOB - 9735203535**

প্রথম প্রকাশ — ০১,১০, ২০১৪

FIRST PUBLISH - 01 . 10 . 2014

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

**(ALL RIGHT RESERVED BY THE WRITER)**

*pdf By Syed Mostafa Sakib*



# ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের সামনে বাতিলের বন্যা চলিয়া আসিতেছে। ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী, জামাতে ইসলামী, ফারাজী-নামধারী আহলে হাদীস থেকে আরম্ভ করিয়া কাদিয়ানী পর্যন্ত প্রায় সবাই ঘিরিয়া ফেলিয়াছে হানাফী মাযহাবকে। এই জাময়াতগুলি ও ইহাদের শাখা প্রশাখাগুলি সবাই বিদয়াত ও বাতিল। কারণ, এই জাময়াতগুলির জন্ম দুই শত বছরের আগে নয়। সবগুলিই হইল বৃটিশ সরকারের বপন করা বীজ থেকে বিষ বৃক্ষ। নিজেরা বিদয়াতী হওয়া সত্ত্বেও কথায় কথায় হানাফীদের কাজগুলিকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া থাকে। যাইহোক আমরা যে নামাজের মৌখিক নিয়াত করিয়া থাকি, এই নিয়াতকে বিদয়াত ও বাতিল বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলাইতেছে। কথায় কথায় একটি শয়তানী কথা যে, ইহা হাদীসে নাই। এই জন্য হঠাৎ করিয়া আমার হানাফী সমাজের সেবায় এই পুস্তিকাটি প্রদান করিলাম। পুস্তিকাটি প্রত্যেক বাড়িতে থাকিবার প্রয়োজন। বাড়ির ছোট বড় সমস্ত সদস্যদের মুখস্ত করিবার প্রয়োজন। কারণ, নামাজতো প্রত্যেককে পড়িতে হইবে। বিশেষ করিয়া বালকদের বাল্যকালে যদি সমস্ত নামাজের নিয়াতগুলি একবার মুখস্ত করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে-আর কোন সমায়ে ভুলিবার ভয় থাকিবেনা।

গোলাম ছামদানী রেজবী

০১/০১/২০১৪



নামাজের নিয়াত নামাঃ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿الْحَمْدُ لَكَ يَا اَللّٰهُ! الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!﴾

ইহাতে অতি সত্য কথা যে, নিশ্চয় দেহ হইল আকোজো। অনুরূপ নিয়াত বিহীন আমল হইল বেকার। এই জন্য ইসলামের মধ্যে আমলের আগে নিয়াত করিবার কথা শিখা হইয়াছে। আবার নিয়াত যত খালেস ও খাঁটি হইবে আমলও তত মাকবুল হইবে। এক কথায় নিয়াত ছাড়া কোন আমল আমলই নয়। এই জন্য হাদীস পাকে নিয়াতের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে। যেমন মোসনাদে ইমাম আযমের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে -

”أَبُو حَنِیْفَةَ عَنْ یَحْیٰی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیْمَ التَّمِیِّ

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقاصِ اللَّیْثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ☆

ইমাম আবু হানীফা — ইয়াহইয়া - মোহাম্মাদ ইবনো ইবরাহিম তাইমি - আলকামা ইবনো অক্কাস লাইসি - হজরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহূর থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সমস্ত আমলের ভিত্তি হইল নিয়াত। ইমাম বোখারীও বোখারী শরীফের শুরুতে এই হাদীস আনিয়াছেন। ইমানের পরে সব চাইতে বড় আমল হইল নামাজ। সুতরাং নামাজের জন্য নিয়াত জরুরী। আন্তরিক নিয়াত ফরজ। মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব। আন্তরিক নিয়াত না থাকিলে নামাজ হইবেনা। আন্তরিক নিয়াতের সাথে সাথে মৌখিক নিয়াত থাকিলে সব চাইতে উত্তম হইবে। কারণ, ইহাতে মন ও মুখ এক হইয়া যায়। বাহারা ও মন মুখকে এক করিয়া রাখিয়া থাকে তাহারা হইল মুমিন এবং বাহারা মন ও মুখকে দুই রকম করিয়া রাখিয়া থাকে তাহারা হইল মুনাফিক। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

اِنَّ الرَّجُلَ لَا یَكُوْنُ مُؤْمِنًا حَتّٰی یَكُوْنُ قَلْبُهُ مَعَ

لِسَانِهِ سِوَا ۙ وَ یَكُوْنُ یُسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سِوَا ۙ وَلَا یُخَالِفُ

قَوْلُهُ عَمَلُهُ وَ یَا مَنُ جَارُهُ بَوَائِقُهُ ☆

নিশ্চয় মানুষ মুমিন হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত তাহার অন্তর ও জবান এক না হয় এবং তাহার জবান ও অন্তর এক না হয়, তাহার কথা তাহার আমল বিরোধী হইবে না এবং তাহার প্রতিবেশী তাহার থেকে নিরাপদ হইবে। (তারহীব)



হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন —

” لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ “

কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবে না যতখণ তাহার অন্তর সোজা না হয় এবং তাহার অন্তর সোজা হইবে না যতক্ষণ তাহার জবান সোজা না হয় । (তারগীব) এই হাদীসটি তাফসীরে রুহুল বাইয়ানের মধ্যেও বর্ণিত হইয়াছে ।

এখন থেকে কেহ এই কথা বলিতে পারিবেনা যে, মৌখিক নিয়াতের কোন ভিত্তি নাই । ফকীহগন হইলেন প্রকৃত পক্ষে হাদীসের বিশ্লেষনকারী । তাহারা আমাদের সম্মুখে যাহা আনিয়া দিবেন তাহা আমাদের মানিয়া নেওয়া কেবল জরুরী নয়, বরং অরাজিব কারণ, তাহাদের দৃষ্টিবহু দূর পর্যন্ত থাকে । কোরয়ান ও হাদীসের কোন সূত্র সামনে থাকিলে তাহারা কখনো কোন কথা বলিবেন না ।

এখন মৌখিক নিয়াত সম্পর্কে কয়েকখানা বিশ্ব বিখ্যাত কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি । যথা — (ক) ফাতাওয়ায় আলামগীরী । মুহাজ্জাদিদে যামান বাদশাহী ওরাঙগাজেব আলামগীর রহমাতুলাহি আলাইহি দুনিয়ার বড় বড় আলেমদের দ্বারা এই কিতাবখানা লিখাইয়া ছিলেন । আজ সেই রকম আলেম কোথায় ? তাহারা মৌখিক নিয়াত সম্পর্কে লিখিয়াছেন —

” فَإِنَّ فَعْلَهُ تَجْتَمِعُ عَزِيمَةُ قَلْبِهِ فَهُوَ حَسْبُ كَرِّ فِي نِكَافِي وَمَنْ عَجَزَ عَنْ إِحْضَارِ الْقَلْبِ يَكْفِيهِ اللِّسَانُ كَرِّ فِي الرَّاهِدِي “

যদি কেহ নিজের আন্তরিক নিয়াতকে মৌখিক নিয়াতের সহিত মিলাইয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা হইল উত্তম । এইরূপ কথা কাফী কিতাবে রহিয়াছে । আর যদি কেহ আন্তরিক নিয়াত থেকে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য মৌখিক নিয়াত যথেষ্ট হইবে ।

(খ) হানাফী মাযহাবের বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বস্ত কিতাব শরাহে বেকাইয়া খুলিয়া দেখিলে সেখানে বিকাইয়ার মধ্যে বলা হইয়াছে — ” وَأَقْضُدْ مَعَ لَفْظِهِ أَفْضَلُ “ — আন্তরিক নিয়াতের সহিত মৌখিক নিয়াত উত্তম ।

(গ) মুনিয়াতুল মুসাল্লীর মধ্যে বলা হইয়াছে — ” وَأَنْتُمْ تَخْبُ فِي النَّبِيَّةِ أَنْ يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ “



নিয়াতে মুস্তাহাব হইল যে, অন্তরে নিয়াত করিবে এবং মুখে উচ্চারণ করিবে।

এখানে কেবল নমুনা সরূপ তিনখানা কিতাবের উদ্ভূতি প্রদান করা হইল। অন্যথায় আরো বহু বড় বড় কিতাবের উদ্ভূতি দেওয়া যাইবে। আইন্মায়ে দীন ও উলামায়ে কিরানী যখন যুগ যুগ পূর্বে মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়া দিয়াছেন তখন এই যুগে আর্কী কাহার কিছু বলিবার নাই। আল হামদুলিল্লাহ, উলামায়ে দীন এই মৌখিক নিয়াতকে বিরোধীতা করিতেছেন না। যাহারা এই নিয়াতকে বিরোধীতা করিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই বাতিল ও বিদয়াত জাময়াত গুলির শিকার হইয়া গিয়াছে। এই শিকারের মাধ্যে রহিয়াছে কিছু মাস্টার, ডাক্টার ও তরুণ যুবকের দল। আর সেই সঙ্গে কিছু সাধারণ মানুষ। পশ্চিমী বাংলায় একজন সুন্নী আলোমাকে এই নিয়াতের বিরোধীতা করিতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।

মৌখিক নিয়াতের অনেক যুক্তিও রহিয়াছে — (ক) আরবী ভাষা দিনের পর দিনে দুর্বল হইয়া যাইতেছে। কারণ, মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ আরবী ভাষা থেকে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। তাহারা কেবল ঈদে চাঁদে নামাজ পড়িয়া থাকে। সকাল সন্ধ্যায় তিলাওয়াত করিবার জন্য কোরয়ান শরীফ পড়টুকু শিক্ষা করে নাই। কম পক্ষে নামাজে মৌখিক নিয়াত করিলে আরবী ভাষা ইহাদের কাছে খানিকটা জীবিত থাকিবে।

(খ) বিশ্ব মুসলিমদের একতার স্থান হইল নামাজ। নামাজ সবাই আরবী নিয়াত করিলে একটি একতা বজায় থাকিবে এবং সেই সঙ্গে আরবী ভাষার চর্চা থাকিবে।

(গ) সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাবী আলোমাদের অনুসরণ করিয়া চলা জরুরী। যখন উলামায়ে দীন মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়া দিয়াছেন তখন এই নিয়াতে বিশ্ব হানাফীদের একতা কারোম থাকিবে।

(ঘ) বর্তমানে এই মৌখিক নিয়াতটি সুন্নী ও ওহাবীদের মাধ্যে একটি পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। সূতরাং এই নিয়াতের নিয়ম চালু রাখিয়া দেওয়া জরুরী।

(ঙ) দুনিয়ার কোন কিতাবে নাই যে, মৌখিক নিয়াত হারাম বা করিলে জাহান্নামে যাইতে হইবে। তবে কেন ইহা ত্যাগ করিয়া চলা হইবে!

pdf By Syed Mostafa Sakib



# পাঁচ ওয়াস্তু নামাজের নিয়্যাত

ফজরের দুই রাকয়াত সূনাত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْفَجْرِ سُنَّةً  
رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুরান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ফাজরি  
সূনাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।

ফজরের দুই রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَرَضًا  
اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুরান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ফাজরি  
ফারদিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

জোহরের চার রাকয়াত সূনাত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةَ  
الظُّهْرِ سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুরান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিজ  
জোহরি সূনাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

জোহরের চার রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةَ  
الظُّهْرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়্যারাকয়াতি সলাতিজ  
জোহরি ফারদিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।

জোহরের দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَي صَلَاةِ الظُّهْرِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিজ  
জোহরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

আসরের চার রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةِ  
الْعَصْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়্যারাকয়াতি সলাতিল  
আসরি সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

আসরের চার রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةِ  
الْعَصْرِ فَرَضِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়্যারাকয়াতি সলাতিল  
আসরি ফারদিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।







ঈশার দুই রাকয়াত সুন্নাত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ঈশাই সুন্নাতি  
রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

ঈশার তিন রাকয়াত বিতির

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ صَلَاةً  
الْوَيْتْرِ وَاجِبٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকয়াতাই সলাতিল  
বিতরে অয়াজিবিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার।

দুই রাকয়াত নফল

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ النَّفْلِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল নাকলি  
মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুময়ার নামায়ের নিয়াত

চার রাকয়াত কাবলাল জুমরা

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةً قَبْلَ  
الْجُمُعَةِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবারা রাকয়াতি সলাতি  
কাবলাল জুমরাতে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ  
শারীফাতি আল্লাহু আকবার।



জুময়ার দুই রাকয়াত ফরজ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَرَضِ

اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতি সলাতিল জুময়াতি ফারদিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত বা'দাল জুময়া

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةٍ بَعْدَ

الْجُمُعَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবারা রাকয়াতি সলাতিল বাদাল জুময়াতে সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

দুই রাকয়াত সুন্নাতুল অয়াক্ত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةٍ سُنَّةِ

الْوَقْتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুন্নাতিল অয়াক্ত সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

চার রাকয়াত আখিরুজ্জাহর

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ صَلَاةٍ آخِرِ

الظُّهْرِ أَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ أُصَلِّ بَعْدَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবারা রাকয়াতি সলাতি  
আখিরুজ জোহরে আদরাকতু অয়াঙ্কাহু অলাম উসাল্লি বা'দহু মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল  
কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### তারাবীহ নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ  
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তারাবীহ  
সলাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।

### দুই রাকয়াত ঈদুল ফিতির

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ  
مَعَ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ وَاجِبٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ  
الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল  
ফিতরি মা'য়া সিত্তে তাকবীরাতি অয়াজেবিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল  
কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### দুই রাকয়াত ঈদুল আজহা

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ عِيدِ  
الْأَضْحَى مَعَ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ وَاجِبٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا  
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি ঈদিল  
আজহা মা'য়া সিত্তে তাকবীরাতি অয়াজেবিলাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল  
কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।



## জানাজা নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُوَدِّيَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ  
أَشْنَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَالِدُعَاءِ بِهَذَا (بِهَذِهِ)

انْمَيْتِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উয়াদদিয়া আরবায়া তাকবীরাতি সলাতিল জানাজাতি  
ফারদিল কিফায়াতি আসসানাউ লিল্লাহি তায়ালা অস সলাতু আলান নাবিয়ি অদদুয়াউ  
লিহাজাল (লিহাজিহিল) মাইয়িতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

## নফল নামাজের নিয়াত সমূহ

দুই রাকয়াত তাহিয়াতুল অজু

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ تَجْوِيَةِ  
الْوُضُوءِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তাহিয়াতিল  
অজুয়ে সুনাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

দুই রাকয়াত তাহিয়াতুল মাসজিদ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ تَجْوِيَةِ  
الْمَسْجِدِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ  
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি তাহিয়াতিল  
মাসজিদে সুনাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।



## ইশরাক নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইশরাকে  
সুন্নাতিল রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।

## চাশত নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الضُّحَى  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিদ দোহা  
সুন্নাতিল রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার ।

## আওয়াবীন নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ الْآوَابِينَ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল  
আওয়াবীন মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

## তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিরা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিত্  
তাহাজ্জুদি সুন্নাতি রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি  
আল্লাহু আকবার ।

### ইস্তখারা নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةَ الْإِسْتِخَارَةِ  
مُتَوَجِّهاً إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিরা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল  
ইস্তখারতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### সলাতুত তাসবীহ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعِ رَكْعَاتِ صَلَوةِ التَّسْبِيحِ  
مُتَوَجِّهاً إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিরা লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকয়াতি সলাতিত  
তাসবীহে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### সলাতুল হাজাতের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةَ الْحَاجَةِ  
مُتَوَجِّهاً إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিরা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল হাজাতি  
মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### সলাতুল আসরারের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَوةَ الْأَسْرَارِ  
تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهاً إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল আসরারি  
তাকার্বান ইলাল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু  
আকবার।

### সলাতুত তাওবার নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتِي صَلَاةَ التَّوْبَةِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিত তাওবাতি  
মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

### সলাতুল ফাতিমার নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُسَبِّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ حَضْرَتِ  
خَدِيجَةَ الْكُبْرَى لِنُدَابَةِ قُرْبَةٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا  
إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাব্বিহা তাসবীহা ফাতিমাতিজ জাহরাই বিনতে  
হজরত খাতীজাতুল কুবরা লে নুদবাতি কুরবাতি ইলাল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা  
জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

### সলাতু হিফজিল ঈমানের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتِي صَلَاةَ حِفْظِ  
الْإِيمَانِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সালাতিল হিফজুল  
ঈমানি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

### সলাতু কাশফিল আওয়াহের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكْعَتِي صَلَاةَ كَشْفِ  
الْأَرْوَاحِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি কাশফিল  
আরওয়াহি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### আশুরার নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْعَاشُورَاءِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল আশুরাই  
মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### শবে বরাতের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْبَرَاءَةِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল  
বারাতে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### শবে ক্বদরের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْقَدْرِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি লাইলাতিল  
ক্বাদরি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

### সূর্য গ্রহণ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆



উচ্চারণ :— নাওয়াই তয়ান উসাল্লিহা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল কুসুফি  
সুন্নতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু  
আকবার ।

### চন্দ্রগ্রহণ নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ الْخُسُوفِ  
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তয়ান উসাল্লিহা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল খুসুফি  
মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

### ইস্তিস্কার নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ الْإِسْتِسْقَاءِ  
سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ  
اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তয়ান উসাল্লিহা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতিল ইস্তিস্কাই  
সুন্নতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু  
আকবার ।

### ইহরামের নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ سُنَّةِ  
الْإِحْرَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :— নাওয়াই তয়ান উসাল্লিহা লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই সলাতি সুন্নতিল  
ইহরামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফতি আল্লাহু আকবার ।

### সালাতুত তওয়াফের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتِي صَلَاةَ وَاجِبِ  
الطَّوَافِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆







## ঈশার কাজা নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَقْضِيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ مَفَاتٍ

مِنَى الْعِشَاءِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিনিল ঈশাউ মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার ।

## বিতিরের কাজা নামাজের নিয়াত

نَوَيْتُ أَنْ أَقْضِيَ لِلَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَ رُكْعَاتٍ مَفَاتٍ

مِنَى الْوُتْرِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ☆

উচ্চারণ :- নাওয়াই তুয়ান আকজিয়া লিল্লাহি তায়ালা মা ফাতা মিনিল বিতর মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার ।

## ইমামের নিয়াত

أَنَا إِمَامٌ لِمَنْ حَضَرُوا وَمَنْ يُحْضِرُ

উচ্চারণ :- আনা ইমামুল লিমান হাদারা অমাই ইয়াহদুরু ।

## মুস্তাদীর নিয়াত

اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ

উচ্চারণ :- ইক্বাদাইতু বিহাযাল ইমাম ।

## কিছু ডফেরী কথা

(১) বোখারী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া সিহা সিন্তার মধ্যে কোন কিতাব হানাফী লেখকদের নয় । সূতরাং এই কিতাবগুলির মধ্যে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে সমস্ত হাদীস খুঁজিতে যাওয়া ভুল হইবে । যে হাদীসগুলি এই কিতাবগুলির মধ্যে পাওয়া না যাইবে সে হাদীসগুলির প্রতি আমল করা যাইবেনা বলা চরম পর্যায়ের ভুল হইবে । কারণ, এই কিতাবগুলির কথা না আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, না আল্লাহর রসূল বলিয়াছেন ।

(২) ইমাম আবু হানীফার থেকে বড় আলেম বর্তমান দুনিয়াতে কেহ নাই । সূতরাং তাঁহার মাযহাবকে যাঁচাই করিতে যাওয়া গোমরাহী । তাঁহার মযহাবী ফিকহর উপরে আমল করা অযাজিব ।

(৩) নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইবেন । ইহা সুন্নাত হজরত অয়েল ইবানো হুজার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —



رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِتَى شِخْمَةَ أُذُنَيْهِ

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিরাছি , তিনি নামাজে তাঁহার দুই বৃথাঙগুলাকে তাঁহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন । (আবু দাউদ , ত্বাহবী)

(৪) মহিলাগন সিনা পর্যন্ত হাত উঠিাবে । হজরত অয়েল ইবনো হাজার হইতে বর্ণিত হইয়াছে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

”يَا وَائِلَ ابْنِ حَجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ جِزَاءَ

أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا جِزَاءَ أُذُنَيْهَا“

হে অয়েল ইবনো হুজার ! যখন তুমি নামাজ পড়িবে তখন তোমার দুই হাত দুই কান বরাবর করিবে এবং মহিলা তাহার দুই হাত তাহার সীনা বরাবর করিবে । (তিবরানী)

(৫) খবরদার ! রাকয়ে ইয়াদাইন করিবেন না । রাকয়ে ইয়াদাইন করা সূনাতের খেলাফ । হজরত বারা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন —

”رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى

قَرِيبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعْوُذُ“

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিরাছি , যখন তিনি নামাজ শুরু করিতেন তখন তাঁহার দুই হাতকে তাঁহার দুই কানের নিকট পর্যন্ত উঠাইতেন । অতঃপর নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত , আর হাত উঠাইতেন না । (আবু দাউদ)

(৬) নাভীর নিচে হাত বাঁধিবেন । ইহা সূনাতে । হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — “أَسْنَتُهُ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ“

সূনাতে হইল নাভীর নিচে হাতের উপরে হাত রাখা । (আবু দাউদ , দারুকুৎনী)

(৭) ইমামের পিছনে সূরা কাতিহা পড়া পাপের কাজা কারণ , কোরয়ান পাকে বলা হইয়াছে — “إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“

যখন কোরয়ান পাঠ করা হইবে তখন তোমরা শ্রবন করো এবং নিরব থাকো , তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে । (সূরাহ আ'রাফ)

হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে —

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً“

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন , যাহার ইমাম থাকিবে । ইমামের কিরাত হইবে তাহার কিরাত । (দারো কুৎনী)

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে , হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — “مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِي فَوْهُ نَارًا“

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করিবে তাহার মুখে আগুন ভরিয়া যাক । (ইবনো হিব্বান , সহীহুল বিহারী)



(৮) আমিন অবশ্যই আস্তে বলিবেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে -

” قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوَافَقَ ذَلِكَ أَهْلَ السَّمَاءِ غَفَرَتْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ “

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন ইমাম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অ লাদ্দাল্লীন বলিবে তখন তাহার পিছনে যে ব্যক্তি আমীন বলিবে এবং তাহা ফিরিশতাদের ন্যায় (নীরবে) হইবে তাহার পূর্বেকার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (দারিমী, বায়হাকী)

(৯) নামাজের মসলায় নমুনা সরূপ কেবল একটি করিয়া হাদীস প্রদান করা হইল। যাহাতে কেহ না বলিতে পারে যে, হানাফীরা হাদীস বিরোধী কাজ করিয়া থাকে। অন্য থায় প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে ডজনাদিক করিয়া হাদীস দেখানো যাইবে। এইগুলি দেখিতে হইলে আমার লেখা - হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ পাঠ করিতে হইবে।

### দরুদ শরীফের ফজীলত

দরুদ শরীফ এমনই একটি জিনিয় যে, ইহাতে খালেক ও মাখলুক সবাই সামিল। অবশ্য সবার পর্যায় এক প্রকার নয়। দরুদ ছাড়া বাগ্দার কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে মাকবুল নয়। এইজন্য কালাম পাকে আল্লাহ তারালা ঈমানদারগনকে দরুদ পড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু দরুদ তৈরি করিয়া দেন নাই। বাগ্দার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের মন মত দরুদ পাঠ করিবেন। তাই দরুদ এক প্রকার নয়। আউলিয়ায় কিরাম শত প্রকারের দরুদ তৈরি করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে সাধারণ মানুষের জন্য আমল করা সহজ হইয়া যায়। এখানে কয়েকটি বিশেষ দরুদ শরীফ দেওয়া হইতেছে কিন্তু সেগুলির ফজীলত দেওয়া সম্ভব হইতেছেনা। আল্লাহর অয়াস্তে পাঠ করিতে থাকিবেন, ইনশা আল্লাহ বহু সওয়াব পাইবেন।

### দরুদে গাওসীয়া

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّغْدِنِ الْجُودِ  
وَأَنْكُرِمِ وَاوَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ☆

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়েদীনীনা ও মাওলানা মুহাম্মাদিম্ মা'দিনিল্ জুদি  
অল্ কারামি অ আলিহী অ আসহা বিহী অ বারিক অ সাল্লিম।

### দরুদে ওয়াইসিয়া

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا عِنْدَكَ مِنْ  
الْعُذْرِ فِي كُلِّ لِحْفَةٍ وَنَمْحَةٍ مِنَ الْأَرْضِ أُنَى الْأَبَدِ وَآلِهِ وَسَلِّمْ ☆



উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়েদীনা ও মাওলানা মুহাম্মাদিম্ বি আদাদি মা  
ইন্দাকা মিনাল্ আদাদি ফি কুল্লি লাহজাতিউ অ লামহাতিম মিনাল্ আজালি ইলাল আবাদি  
অ আলিহী অ সাল্লিম্ ।

### দরুদে রেজাবীয়া বা দরুদে ভূময়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَإِلَيْهِ سَبَّحَتْ صَلَاةُ

وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ☆

উচ্চারণ :- সাল্লাল্লাহু আলান্নাবি ইল্ উম্মিয়ে অ আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা  
সলাতাঁউ অ সালামান্ আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ।

### দরুদে হিফাজে সিয়ান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذِّكْرُوْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَرَ عَنْ ذَكَرِهِ

اِنْتَغَابُوْنَ ☆

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়েদীনা, মুহাম্মাদিন্ কুল্লামা জাকারাহুজ্ জাকেরূনা  
আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়েদীনা মুহাম্মাদিন্ কুল্লামা গাফালা আন্ জিকরিহীল গাফিলুনা ।

### দরুদে মাহী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِ

الْاُمَّةِ يَوْمِ النَّحْشِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَعْلُومٍ نِّكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيعِ

الانبياءِ وَاٰمُرْسَلِيْنَ وَعَلَىٰ كُلِّ مَلَايْكَةِ الْمُقْرَبِيْنَ

وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ وَصَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرَ خَلْقِهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ ☆

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়েদীনা মুহাম্মাদিন্ খায়রিল্ খালাইকি অ আফজালিল্  
বাহারি অ শাফীইল্ উম্মাতি ইয়াউমিল হাশরী অনাশরি সাইয়েদীনা মুহাম্মাদিউ অ আলা  
আলি সাইয়েদীনা মুহাম্মাদিম্ বি আদাদি মা'লুমিল্লাকা অ বারিক্ অ সাল্লিম্ অ সাল্লি আলা











## আমার মুরীদ ভাইদের প্রতি

যাহারা বেরেলি শরীফের শায়েখ মশয়েখগানের হাতে ব্যয়েত হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষণ করিয়া যাহারা তাজুশ শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা খন আজহারী সাহেব কিবলা ও হুজুর জামালে মিল্লাত হজরত আতাউর রহমান জামাল রেজা খান ক্বাদেরী সাহেব কিবলার হাতে ব্যয়েত হইয়া রহিয়াছেন তাহাদের জিকির-আজকার করিবার জন্য নিম্নে নিয়ম কানুন লিখিয়া দেওয়া হইতেছে। পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ যথা নিয়মে আদায় করিবেন। হারাম ও হালালের প্রতি খুবই লক্ষ রাখিবেন। বদ আকীদাহ মানুযদের থেকে দূরে থাকিবেন। যথা সম্ভব সকাল ও সন্ধ্যায় জিকির করিবেন। একান্ত সম্ভব না হইলে সপ্তায় একদিন জিকির করিবেন মাসে একটি যথা নিয়মে জিকির করিবেন। কখনো পীরমুর্শিদ গনের কথা ভুলিবেনা। অন্যথায় ফারোজ পাইবেন না। ফতিহা করিবার পূর্বে তিনবার পাঠ করিবেন

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ ذَلِّ مَارَا كُنْ مُسْتَقِيمٌ بِحَقِّ  
يَاكَ نَعْبُدُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ \*

উচ্চারণ — ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু, দিলে মারা কুন মুস্তাকীমানে বেহাক্কে ই'য়াকা না'বুদু অ ই'য়াকা নাসতাঈন।

## ফাতিহা করিবার নিয়ম

ক্বাদেরীয়া তরীকা অনুযায়ী ফাতিহা করিবার নিয়ম এইরূপ যে, প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর শাজরাহ শরীফ একবার, দরুদে গাওসীয়া সাতবার, সূরাহ ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সূরাহ ইখলাস সাতবার, আবার দরুদে গাওসীয়া তিনবার পাঠ করিবার পর সমস্ত পীরানে পীরগনের আরওয়াহ পাকে সাওয়াব রেসানী করিবে। যাহার হাতে মুরীদ হইয়াছে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার জন্য দুয়া করিবে। অন্যথায় তাহার নাম শাজরাহ শরীফের মধ্যে শামিল করিয়া নিবে।

## শাজরাহ শরীফ

ইয়া ইলাহী রহম ফারমা মুস্তফাকে অয়াস্তে  
ইয়া রাসু লাল্লাহ করম কিজিয়ে খোদাকে অয়াস্তে  
মুশকিলে হাল কার্ শাহে মুশকিল কোশাকে অয়াস্তে  
কার বালায়েঁ রদ্ শাহীদে কারবালাকে অয়াস্তে  
সাইয়েদে সাজ্জাদকে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুবে  
ইন্নে হাক্কদে বাকেরে ইন্নে হুদাকে অয়াস্তে  
সিদকে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদেকুল ইসলামকার  
বে গাজবে রাজী হো কাজেম আওর রাজাকে অয়াস্তে  
বাহারে মা'বুফ ও সিরি মা'বুফ দে বেখুদ সাবি  
জুনদে হক্ক সে গিন জোনাইদ বা সাফাকে অয়াস্তে  
বাহারে শীবলী শেরে হাক্ক দুনিয়াকে কুত্তৌ সে বাঁচা



এক্কা রাখ আবদে অয়াহিদ বে রিয়াকে অয়াস্তে  
 বুল ফারাহ্ কা সাদকা কার গাম্‌কো ফারাহ্ দে হুসন্ অ সায়াদ  
 বুল হাসান আওর বু সাজিদ সায়াদ যা কে অয়াস্তে  
 ক্বাদেরী কার ক্বাদেরী রাখ ক্বাদেরিঁও মে উঠা  
 ক্বাদরে আব্দুল ক্বাদের কুদরত নোমাকে অয়াস্তে  
 আহসা নাল্লাহু লাহু রিজকান সে দে রিজকে হাসান  
 বান্দায়ে রাজ্জাক তাজুল আসফিয়াকে অয়াস্তে  
 নাসরে আবী সালেহ কা সাদকায়ে সালেহ অ মানসুর রাখ  
 দে হায়াতে দিঁ মিহীয়ে জান ফেঁজাকে অয়াস্তে  
 তুরে ইরফান অ উলু'অ হাম্দ অ হুসনা অ বাহা  
 দে আলী মুসা হাসান আহমাদ বাহাকে অয়াস্তে  
 বাহারে ইবরাহীম মুবা পার নারে গম গুলজার কার  
 ভীক্‌দে দাতা ভীখারী বাদশাকে অয়াস্তে  
 খানায়ে দিল্‌কো ঘিয়াদে বৃয়ে ইমাকো জামাল  
 শাহযিয়া মাওলা জামালুল আউলিয়াকে অয়াস্তে  
 দে মুহাম্মদ কে লিয়ে বৃজী কার আহমাদকে লিয়ে  
 খানে ফাদ লুল্লাহ সে হেসসা গাদাকে অয়াস্তে  
 স্বীন অ দুনয়াকে মুঝে বর্কাত দে বর্কাত সে  
 ইশকে হাক্‌দে ইশকী ইশকে ইনতুমাকে অয়াস্তে  
 হুকের আলে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদকে লিয়ে  
 কার শহীদে ইশকে হামযায়ে পেশওয়া কে অয়াস্তে  
 দিল্‌কো আচ্ছা তান্‌কো সুতরা জান্‌কো পুর নুর কার  
 আচ্ছ পেয়ারে শামসে দিঁ বাদরিল উলাকে অয়াস্তে  
 দোজাহাঁমে খাদেমে আলে রাসুলুল্লাহ কার  
 হজরত আলে রাসুল মুক্তাদা কে অয়াস্তে  
 নূরে জান অ নূরে ঈমাঁ নূরে কবর অ হাশর দে  
 বুল হুসাইন আহমাদ নূরী লেকা কে অয়াস্তে  
 কার আতা আহমাদ রেজায়ে আহমাদ মুরসাল মুঝে  
 মেরে মাওলা হজরত আহমাদ রেজাকে অয়াস্তে  
 হামিদ অ মাহমুদ অওর হাম্মাদ অ আহমাদ কার মুঝে  
 মেরে মাওলা হজরত হামিদ রেজা কে অয়াস্তে  
 সায়ায়ে জুমলায়ে মাশায়েখ ইয়া খোদা হাম পার রাহে  
 রহম ফরমাঁ আলে রহমান মুস্তফা কে অয়াস্তে  
 বাহারে ইবরাহীম ভী লুত্‌ফ আতায়ে খাস হো  
 নূরে কে সারকার সে হেসসা গাদা কে অয়াস্তে  
 আয় খোদা আখতার রেজাকো চারখে পার ইসলাম কে



রাখ দারাখুশাঁ হার ঘাড়ী আপনে রেজা কে অয়াস্তে  
 আয় খোদা জামাল রেজাকো ইসলামকে গুলশান মে  
 রাখ দারাখুশাঁ হার ঘাড়ী আপনে রেজা কে অয়াস্তে  
 সাদকা ইন্ আ'ইয়াঁকা দে সে আইন্ ইজ্ ইল্ম অ আমল  
 আফু ইরফাঁ আঁফিয়াত ইস বে - নাওয়াকে অয়াস্তে

## গাঁচ ওয়াল্ত নামাজের তাসবীহ

প্রত্যেক তাসবীহ পাঠ করিবার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।  
 তাসবীহগুলি নামাজের পর পাঠ করিবে। প্রত্যেক তাসবীহ এক শতবার পাঠ করিবে।

ফজরে — يَاغِزِي يَا اللهُ ইয়া আজীজু, ইয়া আল্লাহ।  
 জোহরে — يَاكَرِيْمُ يَا اللهُ ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহ।  
 আসরে — يَا سَتْرُ يَا اللهُ ইয়া জাব্বারু, ইয়া আল্লাহ।  
 মাগরিবে — يَا غَفَّارُ يَا اللهُ ইয়া সাত্তারু, ইয়া আল্লাহ।  
 ঈশায় — يَا جَبَّارُ يَا اللهُ ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহ।

## নাহী ও ইল্লাল্লাহু জিকির

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ দুই শত বার।  
 اللهُ اللهُ আল্লাহু আল্লাহু ছয় শত বার।  
 اللهُ اللهُ اللهُ ইল্লাল্লাহু চার শত বার।

প্রত্যেক জিকির আরম্ভ করিবার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।

## উচ্চস্বরে জিকির করিবার নিয়ম

এই জিকির আরম্ভ করিবার পূর্বে দশবার দরুদ শরীফ, দশবার ইস্তেগফার ও নিম্নের আয়াত  
 পাক তিনবার পাঠ করিয়া নিজের উপর ফুক দিবে। অতঃপর উচ্চস্বরে জিকির আরম্ভ করিবে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْتُمْ وَأَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ  
 উচ্চারণ - ফাজকুরনী আজকুরকুম্ অশকুরুলী অলা তাক ফুরুন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দুই শত বার।  
 اللهُ اللهُ اللهُ আল্লাহু আল্লাহু চার শত বার।  
 اللهُ اللهُ اللهُ ইল্লাল্লাহু ছয় শত বার।

## তাওবা - ইস্তিগফারের ফজিলাত

(১) তাওবা ইস্তেগফার একটি বড় ইবাদাত। কুরআন পাকে ও হাদীস শরীফে উহার বহু  
 ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন - وَمَنْ كَانَتْ تِلْكَ نِيْعَتِيْكُمْ وَهَمْ يَسْتَغْفِرُونَ -  
 যাহারা ইস্তেগফার করিতে থাকে আল্লাহ তাদের আজাব দিবেন না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
 অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি প্রত্যেকদিন সত্তর বারের বেশি তাওবা ইস্তেগফার করিয়া থাকি।  
 (বোখারী শরীফ) অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে - আমি প্রত্যেকদিন একশত বারের বেশি ইস্তেগফার







وَالرَّسُولَ نُوْجِدُوْا اِنَّهٗ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অ লাউ আলাহুম ইজ্ বালানু আনফুসা হুম জাউকা ফাস্তাগফা রুহ্মাহ অস্তাগ্ ফারা লাহমুর  
রাসুলু লা অজাদুল্লাহা তউওয়া বার রহিমা । ইহার পর হুজুর পাকের পবিত্র দরবারের দিকে

আকৃষ্ট হইয়া আবেদন করিতেন -

” فَجِئْتُ عَلٰى نَبِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَاصِيًا -

وَمُجْرِمًا وَعَلٰى نَفْسِيْ ثَابِتًا وَجِئْتُ عَلٰى نَبِيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

مُسْتَغْفِرًا وَوَجِئْتُ عَلٰى نَبِيْكَ شَفِيْعًا اَلْمُذْنِبِيْنَ مُسْتَنْفِعًا

ফাজি'তু আলা বাবিকা ইয়া রাসুল্লাহ আসিয়ান অ মুজরিমান অ আলা নাকসী জালিমান অ

জি'তু আলা বাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহি মুস্তগফিরান অ জি'তু আলা বাবিকা শাকীরাল মুজনিবীনা

মুস্তানফিয়ান । তারপর এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন -

” اِنَّ سَأَلَ عَنِّيْ -

نَبِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّافَتِكَ فِي

الْجَنَّةِ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا شَفِيْعَ اَلْمُذْنِبِيْنَ .

'আনা সাইলুন আলা বাবিকা ইয়া রাসুল্লাহ আস্রালুকাশ্ শাকীরাতাকা ইয়া রাসুল্লাহ

আস্রালুকা মুরাকা তাকা ফিল জান্নতি ইয়া হাবীবাল্লাহ আস্রালুকাশ্ শাকীরাতা ইয়া শাকীরাল

মুজনিবীনা' । ইহার পর সত্তরবার ইস্তেগফার পাঠ করিতেন । হাকীমুল উম্মাত বলেন -

খোদার কৃপায় আমি বহু উপকার পাইয়া থাকি ।

## মালামে বেজা

মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম

শাময়ে বযমে হিদায়াত পে লাখোঁ সালাম ।

শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম

নাওবাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম ।

শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরুদ

নাওশাহে বাজমে জালাত পে লাখোঁ সালাম ।

রাবিব আ'লাকী নিয়ামত পে আ'লা দরুদ

হাক্ক তায়ালা কী মিল্লাত পে লাখোঁ সালাম ।

হাম গরীবোঁকে আক্বা পে বেহাদ দরুদ

হাম ফাকীরোঁ কী সাওয়াত পে লাখোঁ সালাম ।

দুর ও নাজদীক কে সুননে অলে অহ কান

কানে লায়ালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম ।

জিসকে মাথে শাফায়াত কা সেহরা রাহা

উস জবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম ।

জিনকে সিজদে কো মেহরাবে কাবা শুকী

উন ভুঁওঁকী লা তাফাত পে লাখোঁ সালাম ।







সাইয়েদে বে সায়াকে জিল্লে লেওয়া কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী গারমীয়ে মাহশার সে জব ভড়কে বদন  
 দামানে মাহবুব কী ঠাণ্ডি হাওয়া কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী নামায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগেঁ  
 আয়েব পুশে খলক্ সাত্তারে খতা কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জাব বাহেঁ আখেঁ হিসাবে জুরুম মে  
 উন তাবাস্ সুম রিয় হোঁটো কী দুয়া কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জাব হিসবে খান্দায়ে রেজা রোলায়ে  
 চাশমে গিরীয়ানে শাফিয়ে মুরতাজা কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী রং লায়েঁ জব মেরি বেবাকিয়াঁ  
 উনকি নীচী নীচী নজরো কি হায়া কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জাব চালোঁ তারীক রাহে পুল সিরাত  
 আফতাবে হাশেমী নুবুল হুদা কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জাব সারে শামশীর'পার চালনা পাড়ে  
 রাব্বি সাল্লিম কাহনে অলে গাম জাদাহ কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জো দুয়ায়েঁ নেক হাম তুবাসে করেঁ  
 কোদসিওঁ কে লাব সে আমীন রব্বানা কা সাথ হো ।  
 ইয়া ইলাহী জাব রেজা খাবে গেরাঁসে সার উঠায়ে  
 দৌলাতে বেদারে ইশকে মুস্তাফা কা সাথ হো ।



pdf By Syed Mostafa Sakib



## লেখকের কলমে প্রকাশিত

- ১। 'মোসনাদে ইমাম আ'নম'-এর বঙ্গানুবাদ
- ২। তাবলিগী জামায়াতের অবদান
- ৩। জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
- ৪। কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
- ৫। মোহাম্মাদ নুবুল্লাহ আলাইহিস সালাম
- ৬। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
- ৭। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
- ৮। দুয়ায় মোস্তফা
- ৯। ইমাম আহমাদ রেজা বেবেরলবী (জীবনী)
- ১০। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
- ১১। সেই মহানায়ক কে?
- ১২। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
- ১৩। তাবলিগী জামায়াতের গুণ্ড রহস্য
- ১৪। 'জান্নাতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
- ১৫। 'জান্নাতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
- ১৬। 'আনওয়ারে শরীয়ত'-এর বঙ্গানুবাদ
- ১৭। মাসায়েলে কুরবানী
- ১৮। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
- ১৯। 'আল্ মিস্বাহুল জাদীদ'-এর বঙ্গানুবাদ
- ২০। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
- ২১। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা, তিনটি সংখ্যা
- ২২। তাহিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সলাম
- ২৩। নফল ও নিয়্যাত
- ২৪। দাফনের পূর্বাপর
- ২৫। দাফনের পরে
- ২৬। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
- ২৭। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
- ২৮। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
- ২৯। মক্কা ও মদীনার মুসাফির
- ৩০। নারীদের প্রতি এক কলম